ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করে প্রণোদনা পেলো গ্রাহক

বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করায় ঝিনাইদহে সেই বিএম অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযোগ করায় ভুক্তভোগী গ্রাহক জরিমানার ২৫ শতাংশ টাকা প্রণোদনা পেয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে এ জরিমানা করেন, জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের।

জানা যায়, গত ২ এপ্রিল ভোক্তা পর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম লিটার প্রতি ১৭ টাকা ৯৪ পয়সা বাড়িয়ে ৭৯ টাকা ৭৭ পয়সা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। ওইদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে এই নতুন দাম কার্যকরের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বাড়তি দামে গ্যাস বিক্রি করে সদর উপজেলার বিশমাইল এলাকার বিএম অটোগ্যাস স্টেশন।

এ ঘটনায় ৫ এপ্রিল সোহাগ নামের এক গ্রাহক জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ দেন। আজ মঙ্গলবার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে সেই অভিযোগের শুনানি করা হয়। সেখানে অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বিএম অটোগ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার নাসির উদ্দিনের বক্তব্য নেওয়া হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় বিএম অটোগ্যাস স্টেশনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই জরিমানার ২৫ শতাংশ ১২৫০ টাকা দেওয়া হয় গ্রাহককে।

অভিযোগকারী ব্যক্তি সোহাগ বলেন, আমার কাছ থেকে ২ হাজার টাকার গ্যাসে ৪৫০ টাকা বেশি নিয়েছিল। সেই প্রমাণ থাকায় আমি অভিযোগ করে পুরস্কার হিসেবে ১২৫০ টাকা পেয়েছি। ধন্যবাদ জানায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

এ ব্যাপারে জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, অনিয়ম করায় বিএম অটোগ্যাসের বিরুদ্ধে জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কাজ তারা না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে ঋণের কিস্তি তুলতে গিয়ে গ্রাহকের হামলায় দুই কর্মী জখম

মেহেরপুরের গাংনীতে ঋণের কিস্তির টাকা তুলতে গিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আর্স বাংলাদেশের দুই কর্মী গ্রাহকের হামলার শিকার হয়েছেন।

আহতরা হলেন, আর্স বাংলাদেশের বামন্দী ব্রাঞ্চের ইমরান হোসেন ও মুন্সী সানী রেজা। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলার গাংনী উপজেলার মহাম্মদপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আহত ইমরান হোসেন জানান, মহাম্মদপুর গ্রামের খনজর আলীর স্ত্রী হাশিয়ারা খাতুন ৬ মাস আগে ২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ৪ মাস বকেয় হওয়ায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইফতারের সময় সংস্থার চার কর্মী কিস্তির টাকা নিতে তাদের বাড়িতে যান। এক পর্যায়ে তারা আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করে। পরে ধারালো অস্ত্র ও সাবল দিয়ে মারধর করা হয়।

পরে খবর পেয়ে অফিসের অন্যান্য কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে ইসলামী ব্যাংকের চাকুরী প্রত্যাশী ও গ্রাহকদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে ইসলামী ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রাহক ও চাকুরী প্রত্যাশীরা। সেসময় ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই শাখার গ্রাহকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে গ্রাহক আল মাহমুদ, হাদি মহাম্মদ, জিয়াউল ইসলাম খান, কাজী রফিকুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুস সবুরসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করেন, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এস আলম কর্তৃক অবৈধভাবে হাজার হাজার কর্মী ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার করা হয়েছে। তাই দ্রুত অবৈধ ভাবে নিয়োগ দেওয়া কর্মীদের ছাটাই করে মেধাভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার দাবী জানান বক্তারা।

গাংনী পল্লী বিদ্যুতের জোনাল অফিসের ভূতুড়ে বিলে দিশেহারা গ্রাহক

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের মিটার রিডার ও বিল প্রস্তুতকারী বিলিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধে ভূতুড়ে বিলে দিশেহারা গ্রাহকরা। হঠাৎ বিল বেশি এলেও গ্রাহকদের অভিযোগ করার জায়গা নেই।

এতে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীরা পড়ছেন নানা বিড়ম্বনায়। তবে কর্মকর্তা বলছেন, বিল বেশি হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আবাসিক মিটার ব্যবহারকারীর অভিযোগে জানা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসের বিল ১ হাজার ৩৬ টাকা, জুলাই মাসের বিল ১ হাজার ২৭৬ টাকা হলেও বর্তমান আগস্ট মাসের ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল এসেছে ৩০ হাজার ৬৮৪ টাকা। যা দৃশ্যত প্রস্তুতকৃত বিলে চরম গরমিল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভূতুড়ে বিলের এমন ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের গ্রাহক শ্রী মদু দাসের ছেলে শ্রী সন্নাসী দাসের ক্ষেত্রে। যার মিটার নং: ০০১০৩৮৩০। সন্নাসী দাস জানান, আমি একজন দিনমজুর। দীর্ঘদিন যাবৎ গাংনী জোনাল অফিসের আওতায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আসছি।

বিগত বছর ও মাসগুলোতে কখনও ভূতুড়ে বিল আসেনি। প্রতি মাসেই গড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা বিল করা হয়ে থাকে। চলতি আগস্ট মাসে ৩০ হাজার টাকার বেশি বিল দেখে আমি হতবাক। এখন এত টাকা আমি কীভাবে পরিশোধ করব?

তিনি স্থানীয় লোকজনের পরামর্শে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের ডিজিএমকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন, মিটারের রিডিং অনুযায়ী বিল ঠিক আছে। আপনি একবারে দিতে না পারলে মাসে মাসে দিয়ে পরিশোধ করবেন।

শুধু সন্নাসী দাস নয়, এমন ভূতুড়ে বিলের অভিযোগ অনেকের। বিষয়টি ভোক্তা অধিদপ্তরকে খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রাহকরা।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ডিজিএম বিজয় কুন্ড জানান, যদি মিটার রিডিংয়ে গরমিল থেকে থাকে, তদন্ত করে বিলের সমন্বয় করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, এমন ঘটনায় আমাদের কাছে কেউ লিখিত অভিযোগ করেনি। যদি কোনো গ্রাহক অভিযোগ করেন, তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বামন্দী জনতা ব্যাংকে গ্রাহক আমানত ১০০ কোটির ঘরে, গ্রাহক অর্ধ লক্ষ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামের জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বামন্দী শাখার আমানত শত কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করছে।

প্রায় ৫০ হাজার গ্রাহক সংখ্যা নিয়ে ইতিমধ্যে এই ব্যাংকটি এখন একক ব্রাঞ্চ হিসেবে বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের গ্রাহক সংখ্যার সর্বোচ্চ স্থান দখল করে রয়েছে।

গতকাল সোমবার বামন্দী গ্রামে অবস্থিত জনতা ব্যাংক লিমিটেড বামন্দী শাখায় কেক কেটে ও আলোচনা সভার মাধ্যমে এই প্রাপ্তি উদ্যাপন করেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম আবুল কালাম আজাদ, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মফিজুর রহমান, এজিএম মোঃ আশরাফুজ্জামান, বামন্দী জনতা ব্যাংক লিমিটেডের শাখা ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেনসহ ব্যাংকের অন্যান্য সদস্য এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

জিএম আবুল কালাম আজাদ বলেন, বামন্দী একটি ইউনিয়ন পর্যায়ের গ্রাম, তবে এখানকার ব্যাংকের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শহরের যে কোনো ব্রাঞ্চের চেয়ে এগিয়ে।

আজ আমরা কেক কাটার মাধ্যমে এই ব্যাংকটির গ্রাহক আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটি টাকার ঘরে পৌঁছানো উপলক্ষে কেক কাটার মাধ্যমে উদ্যাপন করলাম।

আর এই ব্যাংকটির গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৫০ হাজারের ঘরে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে এই ব্রাঞ্চটি মানুষের মনের ঘরে জায়গা করে নিয়েছে। আমি বলব এই অর্জন আপনাদের, অর্থাৎ গ্রাহকদের।

আপনাদের ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতাই আজকের এই অর্জন সম্ভব করেছে। আমি বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেড ও এই শাখাটির সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

ব্যাংক ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বামন্দী জনতা ব্যাংক বামন্দী শাখার পথচলা শুরু। আজ এসে সেই শাখাটির পরিবারের সদস্য বা গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজারের ঘরে পৌঁছেছে। আর গ্রাহকের আমানতের টাকার পরিমাণ শত কোটির ঘরে। এই অর্জন শুধু বামন্দীর নয়, এই অর্জন বাংলাদেশ জনতা ব্যাংক লিমিটেডের। আমরা স্বগৌরবে বলতে পারছি, পল্লীর একটি ব্যাংকে গ্রাহক সংখ্যা ৫০ হাজার এবং আমানত শত কোটি টাকা।

গ্রাহকের নামে হয়রানী মামলার অভিযোগ বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে লোন নেওয়ার সময় ব্যাংকে জমা দেওয়া চেক চুরি করে মামলা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী এক দম্পতি।

আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করে মহেশপুর উপজেলার ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার ও তার স্বামী শফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে বলেন, মহেশপুর পশু হাসপাতাল রোডে সালিম ট্রেডার্স নামে আমার একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিলো। ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় থেকে ২০১৫ সালে জমির দলিল, বিভিন্ন কাগজপত্র ও ৩৭ টি স্বাক্ষর করা ফাঁকা চেক (যার সিরিয়াল নাম্বার ০৭৫১৩৯৯ হতে ০৭৫১৪৩৫) জমা দিয়ে ১৮ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করি।

ঋণ গ্রহণের পর হতে তিন বছরের মধ্যে ৩৬টা কিস্তির মাধ্যমে ৬১

হাজার ৫’শ ৬০টাকা করে প্রদান করার জন্য বলা হয়। সে মোতাবেক আমি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পি এল সি ঝিনাইদহ শাখায় ০৭৫১৩৮৬ হতে ০৭৫১৩৯৮ মোট ১৩টি চেকের পাতা ব্যবহার করি। আমার জমা দেওয়া সকল চেক ব্যাংকের ভল্টে জমা আছে।

ইয়াসমিন আক্তার অভিযোগ করে আরও বলেন, ব্যাংকের কাছে রক্ষিত থাকা অবস্থায় ০৭৫১৪৩৪ চেকের পাতা দিয়ে জালিয়াতি চক্রের সদস্য কোটচাঁদপুর শহরের আদর্শ পাড়ার আবু জাফরের ছেলে আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তি আমার কাছে ৯৭ লক্ষ টাকা পাবে দাবী করে ঝিনাইদহ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছে। যার সি আর নাম্বার ২৩৯/২৫। কিন্তু এই চেকের পাতাটি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএল সি ঝিনাইদহ শাখায় জমা রেখেছি তাহলে এই চেকের পাতাটি কোথা থেকে এলো তার কাছে।

তিনি আরো বলেন, ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা জালিয়াত চক্রের সাথে যোগসাজস করে গ্রাহককে ফাঁদে ফেলে টাকা লুট করে নিচ্ছে বলে আমি জানতে পেরেছি। এ চক্রের সাথে ব্যাংক কর্মকর্তারা জড়িত বলে আমার সন্দেহ। আমি এর প্রতিকার চেয়ে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, দূদক ও বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষসহ জালিয়াতি চক্রের সদস্যদের আইনের আওতায় আনার জোর দাবি করছি। এদিকে একটি সুত্র জানিয়েছে গ্রাহকের চেক জালিয়াতি করার কারণে আলমগীর হোসেন একটি মামলায় তিন মাস কারাভোগ করে এসেছে।

এ ব্যাপারে ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ঝিনাইদহ শাখার ম্যানেজার মোঃ রকিবুজ্জামান এর মুঠো ফোনে কয়েকবার ফোন দিলে তিনি রিসিভ না করার কারণে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমার কাছে ব্যাংক ম্যানেজার একটি লোন সংক্রান্ত ব্যাপারে জিডি করার জন্য এসেছিলো। সেখানে তাদের কথা বার্তা শুনেছিলাম। যেহেতু আদালতে মামলা হয়েছে সে কারণে আমি কোন পরামর্শ দেয়নি।

অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’

মেহেরপুর শহরের যাদবপুর সড়কে ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’ নামের একটি এনজিও সংস্থা গ্রাহকদের কাছে থেকে ঋণ দেওয়ার নাম করে অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

মঙ্গলবার ঋণ নিতে এসে গ্রাহকরা দেখেন আসবাবপত্র নিয়ে অফিস গুটিয়ে পালিয়েছে এনজিওর কর্মকর্তারা। এসময় সেখানে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অভিযুক্তের বিচার দাবী করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, যাদবপুর, শহরের হোটেল বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রাহক সংগ্রহ করে ঋণ দেওয়ার নামে ১০ শতাংশ করে জামানত সংগ্রহ করে সংস্থাটি।

আমঝুপির সাথি খাতুন জানান, ১০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলে তার সাথে ১ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। বুধবার তার ঋণের ১০ লাখ টাকা দেওয়া কথা। কিন্তু সকালে অফিসে এসে দেখতে পান অফিসে কেউ নেই। আসবাবপত্রও নেই।

তিনি বলেন, তার স্বামীকে গোপন করে তিনি এ টাকা দিয়েছেন। তার স্বামী জানতে পারলে তাকে বাড়িতে উঠতে দেবে না। এখন পথে বসা ছাড়া উপায় নেই।

একই গ্রামের হেলাল জানান তার সাথেও ১০ লাখ ঋণ নেওয়ার কথা বলে ১ লাখ নেওয়া হয়েছে, হাসিয়ারা দিয়েছেন ৪০ হাজার, শিল্পি খাতুন ৪০ হাজার, নৈতন খাতুন ৩০ হাজারসহ আমঝুপি গ্রাম থেকে ৯ জন দিয়েছেন ৪ লাখ টাকা। এসময় তাদের কাছে কোন পাসবই কিংবা কোন রশিদ আছে কিনা জানতে চাইলে বলে সংস্থাটি কিছুই দেয়নি।

যাদবপুরের সাজেদা খাতুন এক লাখ ঋণ পাবেন বলে দিয়েছেন ১০ হাজার টাকা, মর্জিনা খাতুন দিয়েছেন ৫হাজার টাকা, হিরা খাতুন ৭ হাজার, আনোয়ার হোসেন ৭ হাজার টাকা। কালাচাদপুরের ভ্যান চালক আক্তার হোসেন ২ লাখ টাকা ঋণ পাবেন বলে দিয়েছেন ২০ হাজার। ঋণ নিতে এসে অফিস উধাওয়ের খবর পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এছাড়াও সকাল থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রাহকরা এসে অফিসে কাউকে

না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সেখানে অবস্থান নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রাহকদের শান্ত করেন। এবং এনজিও কর্মকর্তাকে আইনের আওতায় এনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি গ্রাহকদের আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, সপ্তাহ খানেক আগে বিপ্লব নামের একজনের কাছে থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা অফিস করেন। হঠাৎ করে দুএকদিন আসা যাওয়া করেন। আজ গ্রাহকদের ঋণ দেওয়ার দিনে তারা আসবাবপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে। তবে তাদের কোন সাইনবোর্ড কখনো কেউ দেখতি পাননি বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তবে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের ফজলে রাব্বী বলেন, “সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের কোন এনজিওর অনুমোদন নেই। এক ধরণের প্রতারকরা নাম সর্বস্ব এনজিও খুলে মানুষের কাছে থেকে টাকা লগ্নি করে উধাও হচ্ছে। এদের থেকে সচেতন থাকতে হবে। তাদের কাছে টাকা দেওয়ার আগে অবশ্যই তাদের কাগজপত্র যাচাই করে নিতে হবে”।

এছাড়া জেলা সমবায় অধিপ্তরের খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের কোন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন তাদের দপ্তরেও নেই।

মেহেরপুরে গ্রাহকদের মাঝে ইসলামিক ব্যাংকের চারা বিতরণ

বৃক্ষের বহুমাত্রিক চাহিদা ও “ বৃক্ষ প্রাণে প্রকৃতি-পরিবেশ, আগামী প্রজন্মের টেকসই বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ মেহেরপুর ব্রাঞ্চের উদ্যোগে গ্রাহকদের মাঝে আম্রপালি, লেবু ও পেয়ারার প্রায় ৪ হাজার চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালের দিকে ইসলামিক ব্যাংকের মেহেরপুর ব্রাঞ্চের হলরুমে

চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ইসলামিক ব্যাংকের মেহেরপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার অপারেশন মাসুদ করীম।

গ্রাহকদের হাতে চারা তুলে দিয়ে চারা বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ব্যাংক মেহেরপুর শাখা প্রধান মো: জাহাঙ্গীর আলম। ব্যাংকের আরডিএসের প্রজেক্ট ইনচার্জ আশরাফুল আলম স্বগত বক্তব্য রাখেন।

সহকারী প্রকল্প অফিসার মারুফ হুসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেনে ইনভেষ্টমেন্ট ইনচার্জ মামুনুর রশিদ।

ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচী-২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
প্রধান অতিথির তার বক্তব্যে ব্যাংকের বিভিন্ন সেবামুলক কার্যক্রম তুলে ধরেন ও শাখার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্ল্পের সদস্যদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। এসময় ব্যাংকের বিভিন্ন স্তুরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও গ্রাহকরা উপস্থিত ছিলেন।